সংবাদ

তারিখ ... 28 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া

হাইকোর্টের বিভক্ত আদেশ

● আরও একটি রিট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পুরনো পদ্ধতিতে মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশনা চেয়ে দায়ের করা সম্পূরক আবেদনে দ্বিধাবিভক্ত আদেশ দিয়েছে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দের দায়ের করা রিটের সম্পূরক আবেদনের শুনানি করে বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী তা মঞ্জুর করেন। অন্যদিকে কনিষ্ঠ বিচারপতি মো. হাইকোর্টের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

হাইকোর্টের : আদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশরাফুল কামাল তা খারিজ করে দেন। একই বিষয়ে মেডিকেলে ভর্তিইচ্ছু এক ছাত্রের বাবা ডা. একেএম মিজানুর রহমানের অপর একটি রিট আবেদনে রুল জারি করেছে বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও মো. আশরাফুল কামালের এই বেঞ্চ। রুলে পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে জিপিএ'র ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তির সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এক সপ্তাহের মধ্যে তা জানাতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালককে।

আদালতে মূল রিট আবেদনকারীর পক্ষে ড. ইউনুস আলী নিজেই শুনানিতে অংশ নেন। নতুন করে রিটকারীর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার। তাকে সহায়তা করেন অ্যাডভোকেট ইদ্রিস খান ও মো. জহিরুল ইসলাম। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। তাকে সহায়তা করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. ইকরামুল হক টুটুল।ইউনুস আলী সংবাদকে বলেন, আবেদনটি এই আদালতের নির্দেশনাসহ প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে। তিনি তখন তৃতীয় বেঞ্চ গঠন করবেন। এবং সেখানেই আবেদনটির নিষ্পত্তি হবে। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নিয়ম রয়েছে। অথচ গত ৮ জুলাই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেও এখনো মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কর্তৃপক্ষের অবৈধ সিদ্ধান্তের কারণে এই দেরি হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি চাইলে অবকাশকালীন সময়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তা হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আদালতে ইউনুস আলীর সম্পূরক আবেদনে বলা হয়, গত ৮ জুলাই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেও এখনো মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কর্তৃপক্ষের অবৈধ সিদ্ধান্তের কারণে এ দেরি হচ্ছে। আবেদনকারী ইউনুস আলী বলেন, গত ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মৌখিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা এখন থেকে পরীক্ষার পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাওয়া জিপিএ'র ভিত্তিতে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কিন্তু এ জন্য পূর্বে তারা কোন সার্কুলার জারি করেনি। তাদের এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সেশন জটে পড়বে। অপর রিটকারী ডা. একেএম মিজানুর রহমানের আইনজীবী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার সংবাদকে বলেন, ড. ইউনুস আলীর দায়ের করা রিটের একই বিষয়ে এই রিট (রিট নং ১১৫৯২/১২) আবেদনটি করা হয়েছে।